শ্রীসিদ্ধান্ত-দর্পণম্

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য-

শ্রীশ্রীমদ্বলদেব-বিদ্যাভূষণ-প্রভু-বিরচিতং

ওঁ বিষ্ণুপাদ-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠকুরেণানূদিতং

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-

মহারাজ সম্পাদিতম্

কলিকাতানগর্য্যাং ১ম সংখ্যক উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডস্থিত

গৌড়ীয় মঠতঃ

সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদেন

প্রকাশিতম্।

দ্বিতীয় সংস্করণম্] [ভৈক্ষ্যমানকদ্বয়ম্

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদ্বলদেব-বিদ্যাভূষণ-প্রভু-বিরচিতং

শ্রীসিদ্ধান্ত-দর্পণম্

প্রথমা প্রভা

পিতা পরাশরো যস্য শুকদেবস্য যঃ পিতা।
তং ব্যাসং বদরীবাসং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ভজে ॥ ১ ॥
নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে চৈতন্যাত্মা মুরারির্নঃ।
নিরবদ্যো নির্বৃতিমান্ গজপতিরনুকম্পয়া যস্য ॥ ২ ॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত বঙ্গানুবাদ

যাঁহার পিতা পরাশর মুনি এবং যিনি শুকদেবের পিতা, সেই বদরিকাশ্রমবাসী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে আমি ভজন করি॥১

যাঁহার কৃপায় গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব নির্ম্মলানন্দ-রসভাজন হইয়াছিলেন, সেই চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে নিত্য বসবাস করুন॥ ২ ॥

যদস্মিন্ বেদসিদ্ধান্তাঃ প্রকাশন্তে সতাং প্রিয়াঃ।
তেনায়ং ভণ্যতে গ্রন্থো নাম্না সিদ্ধান্তদর্পণঃ ॥ ৩ ॥
একমেব পরং তত্ত্বং বাচ্যবাচক-ভাবভাক্।
বাচ্যঃ সর্ব্বেশ্বরো দেবো বাচকঃ প্রণবো ভবেৎ ॥ ৪ ॥
মৎস্যকূর্ম্মাদিভিরূপৈর্যথা বাচ্যো বহুর্ভবেৎ।
বাচকোঽপি তথার্গাদিভাবাদ্বহুরুদীর্য্যতে ॥ ৫ ॥
আদ্যন্তরহিতত্বেন স্বয়ং নিত্যং প্রকীর্ত্ত্যতে।
আবির্ভাব-তিরোভাবৌ স্যাতামস্য যুগে যুগে ॥ ৬ ॥

যেহেতু এই গ্রন্থে সাধুগণপ্রিয় বেদ-সিদ্ধান্তসকল প্রকাশিত হইতেছে, সেই কারণেই এই গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত-দর্পণ' নামে রচিত হইল ॥ ৩ ॥

একই পরম-তত্ত্ব বাচ্য ও বাচক-ভাবে দুই প্রকার। পরমেশ্বরই—বাচ্য এবং প্রণবই তাঁহার বাচক ॥ ৪ ॥

বাচ্য বস্তু পরমেশ্বর কূর্ম্মাদিরূপে যেরূপ বহু, বাচক-রূপ প্রণবও তদ্রূপ ঋক্‌সামাদিরূপে বহুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

সেই পরমেশ্বরের আদ্যন্ত নাই। এই কারণেই তিনি স্বয়ং নিত্যরূপে প্রকীর্ত্তিত হন। যুগে যুগে তাঁহার জগতে আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

জগতঃ সপ্রতীকত্বাৎ কার্য্যত্বং সর্ব্বসম্মতম্ ॥ ৭ ॥
সংঘাতঃ পরমাণূনাং নাস্তিকৈর্যঃ প্রকল্প্যতে।
স তু স্থিরস্য সংহন্তুরস্বীকারান্ন সিধ্যতি ॥ ৮ ॥
প্রধানস্য ন কর্ত্তৃত্বং জড়ত্বাদেব সাম্প্রতম্ ॥ ৯ ॥

সেই পরমেশ্বর সর্ব্বকারণ এবং জগৎ তাঁহার কার্য্য— ইহা সর্ব্বসজ্জনসম্মত। কার্য্যই কারণের অঙ্গ। ঈশ্বরই কারণ। জগৎ তাঁহার অঙ্গরূপে প্রতীত; সুতরাং তাঁহার কার্য্য ব্যতীত আর কি হইবে? 'প্রতীক' শব্দের অর্থ—অঙ্গ বা অবয়ব ॥ ৭ ॥

নিরীশ্বরবাদিগণ পরমাণু-সংঘাত-দ্বারা জগৎ সৃষ্টির কল্পনা করেন। 'সংঘাত' অর্থে—সম্মিলন। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে, পরমাণু স্বভাবতঃ স্থির বস্তু; তাহা-দিগকে সংঘাত করিবার একজন কর্ত্তার প্রয়োজন, সেই কর্ত্তা অস্বীকার করিলে পরমাণু-সংঘাত সম্ভব হয় না। সুতরাং তাঁহাদের মতে যে সৃষ্টি-সিদ্ধান্ত, তাহা সিদ্ধ হয় না ॥ ৮ ॥

যাঁহারা বলেন, প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিই জগৎকর্ত্রী, ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব অসিদ্ধ, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; কেননা, চৈতন্যশক্তি ব্যতীত জড়ের কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না। চৈতন্যবস্তু দ্বারা চালিত হইলে জড় উপাদান-কারণরূপে জগৎ প্রসব করে। সুতরাং প্রধান বা প্রকৃতি 'কর্ত্তা' নহে ॥ ৯ ॥

ঈদৃশস্য ন কর্ত্তাস্তাজ্জীবঃ শক্তেরদর্শনাৎ ॥ ১০ ॥
ততো জ্ঞানাদিভির্ধর্ম্মৈর্বিশিষ্টস্ত্রিভিরীশ্বরঃ।
এতস্য জগতঃ কর্ত্তা স নিত্যঃ স তু কারণম্ ॥ ১১ ॥
নির্দ্দোষেশ্বরবাক্যত্বাদ্বেদঃ প্রামাণ্যমশ্নুতে ॥ ১২ ॥
ধর্ম্মিগ্রাহক-মানেন জ্ঞানেচ্ছাকৃতয়া যথা।
ভবেয়ুরীশ্বরে সিদ্ধাস্তথা দেহেন্দ্রিয়াসবঃ ॥ ১৩ ॥

জীব এ প্রকারে জগতের কর্ত্তা হইতে পারেন না। কেন না, জীবে এরূপ শক্তি দেখা যায় না। জীব ঈশ্বরের চৈতন্য-কণ,সুতরাং বিভিন্নাংশ। তাঁহার পক্ষে ত' কথাই নাই, এমন কি আধিকারিক ব্রহ্মরুদ্রাদিদেব চৈতন্যখণ্ড হইলেও ঈশ্বরের স্বাংশশক্তি বিনা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন না ॥ ১০ ॥

ঈশ্বর—জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছারূপ তিনটী ধর্ম্ম দ্বারা বিশিষ্ট। তিনিই এই জগতের কর্ত্তা এবং নিত্য কারণ। চৈতন্যখণ্ড বা চৈতন্যকণরূপ বিভিন্নাংশগণের ইচ্ছা থাকিলেও ঈশ্বরের অখণ্ড জ্ঞান ও সত্যসঙ্কল্পসিদ্ধ ক্রিয়াশক্তি ব্যতীত সৃষ্টি হয় না ॥১১॥

'ঈশ্বরের বাক্য' বলিয়া বেদ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষ-চতুষ্টয়-শূন্য। সুতরাং বেদই স্বতঃ-সিদ্ধ প্রমাণ ॥ ১২ ॥

ঈশ্বর—'ধর্ম্মী'; তাঁর জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—ইহারা 'ধর্ম্ম'। ইহারাই ধর্ম্মীর পরিচয় দেয়

যথা জ্ঞানাদিকং নিত্যমীশ্বরস্য প্রকীর্ত্ত্যতে।
তস্য নিশ্বসিতং বেদস্তথা নিত্যঃ প্রকীর্ত্ত্যতাম্ ॥ ১৪ ॥
বেদস্য পৌরুষেয়ত্বমেবং কেচিৎ প্রচক্ষতে।
বেদস্যাধ্যয়নং সর্ব্বং গুর্ব্বধ্যয়নপূর্ব্বকম্ ॥ ১৫ ॥
তৃতীয়ক্ষণবিধ্বংসো যঃ শব্দস্যোচ্যতে পরৈঃ।
স তু ভ্রমঃ স্যান্নিত্যস্য তিরোভাবস্তু পূজ্যতে ॥ ১৬ ॥

এবং ধর্ম্মিত্ব প্রমাণ করে। সুতরাং উহারাও ঈশ্বর হইতে অপৃথগ্‌রূপে নিত্যসিদ্ধ। ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ চিন্ময় দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ অবশ্য আছে; নতুবা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না ॥ ১৩ ॥

জ্ঞানাদি যেরূপ ঈশ্বরের নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, বেদও সেইরূপ ঈশ্বরজ্ঞানের বিস্তৃতিরূপ নিঃশ্বসিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

বেদ—অপৌরুষেয় বাক্য। গুরুর নিকট যে বেদ সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করা যায়, তাহাকেই কেহ কেহ 'পৌরুষেয় বেদ' বলেন ॥ ১৫ ॥

অপর কোন কোন ব্যক্তি শব্দকে ক্ষণবিধ্বংসী বলিয়া উক্তি করেন;—ইহাই বেদ সম্বন্ধে তৃতীয় মত। এই মত—ভ্রম মাত্র। নিত্য বস্তুর তিরোভাব মাত্র হয়,—এই মতই পূজিত ॥ ১৬ ॥

ঈশ্বরো বিভু-বিজ্ঞান-সুখাত্মা শ্রুতিভির্মতঃ।
বিজ্ঞানঘন-শব্দাদের্মূর্ত্তঃ স তু তথাবিধঃ ॥ ১৭ ॥
বিশেষাদ্দেহিভাবেন গুণিত্বেন চ স প্রভুঃ।
সত্তাস্তীত্যাদিবদ্ভাতি বিদুষামপি সর্ব্বদা ॥ ১৮ ॥
স মূলং কিল সর্ব্বস্য ন মূলং তস্য বিদ্যতে ॥ ১৯ ॥
অচিন্ত্যশক্তিসম্বন্ধাদ্বেদরূপো বিভাত্যসৌ ॥ ২০ ॥

শ্রুতি সকল বলেন যে, ঈশ্বর—বিভু, বিজ্ঞান ও সুখ-স্বরূপ। 'বিজ্ঞানঘন' শব্দ দ্বারা ঈশ্বরকে 'মূর্ত্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহার মূর্ত্তিকে 'মায়িক' বলা যায় না। সেই মূর্ত্তি নিত্য চৈতন্যঘনস্বরূপ ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বরে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, সগুণ ও নির্গুণ, সাকার ও নিরাকার, ইচ্ছাময় ও নির্ব্বিকার এবং সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—এই সকল 'বিশেষ' আছে। সেই বিশেষ-ধর্ম্মবশতঃ দেহী ও গুণী ভাব-সংযুক্ত হইয়া নিত্যই জগতের প্রভু। সত্ত্ব ও অস্তিত্ব—এই দুইটি ভাব তাঁহাতে দেদীপ্যমান। সমস্ত পণ্ডিতের নিকটও তিনি এইরূপেই সর্ব্বদা বিরাজমান ॥ ১৮ ॥

তিনিই সকলের মূল; তাঁহার মূল নাই ॥ ১৯ ॥

অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে তিনি বেদরূপে বিরাজমান। তিনিই বাচকরূপ একটি স্বরূপে সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হন। কখনও

যদসৌ বাচকোঽভ্যেতি ক্রমেণৈকেন সর্ব্বদা।
আবির্ভাবমতস্তস্ত বুধাঃ নিত্যত্বমূচিরে ॥ ২১ ॥
স্যান্নিত্যাকৃতিবাচিত্বাৎ কর্ত্রভাবাচ্চ নিত্যতা।
কাঠকাদি-সমাখ্যা তু যদুচ্চারণ-হেতুকা ॥ ২২ ॥
জীববাক্যেষু লভ্যন্তে জীবধর্ম্মা ভ্রমাদয়ঃ।
বেদে তু নৈব তে সন্তি সর্ব্বজ্ঞবচনোচ্চয়ে ॥ ২৩ ॥
সাধনং যৎ ফলং চাহ কথায়াং যদ্বিশারদঃ।
তথৈব সর্ব্বৈর্নিপুণৈর্যচ্চোক্তং তৎ প্রলভ্যতে ॥ ২৪ ॥

'তিরোভাব' হইলেও তাঁহার 'আবির্ভাব'-হেতু তাঁহাকে 'নিত্য' বলা হইয়াছে ॥ ২০—২১ ॥

নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বেদ নিত্যাকৃতিবাচিত্ব এবং কর্ত্তাভাব হইতে নিত্য। কঠাদি নাম সেই নিত্য বেদের উচ্চারণ হইতে প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ২২ ॥

জীব কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইবার সময় ভ্রমাদি জীবধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরবাক্যসমূহে অর্থাৎ বেদে সে ভ্রম-ধর্ম্মাদি নাই ॥ ২৩ ॥

বেদবিশারদ বলেন যে, বেদের উচ্চারণই সাধন ও ফল। নিপুণ ব্যক্তিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমাদের লভ্য বস্তু ॥ ২৪ ॥

অতো ব্রহ্মাদিভির্দেবৈর্বশিষ্ঠাদ্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
মন্বাদ্যৈশ্চাপি বেদোঽয়ং সর্ব্বার্থেষূপজীব্যতে ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মাদ্যৈরর্চ্চিতোঽপ্যেষ যদি কৈশ্চিন্নরাধমৈঃ।
মূকৈরিব রবির্ভাতি বীক্ষ্যতে তস্য কা ক্ষতিঃ ॥ ২৬ ॥
অর্হৎপ্রভৃতয়ঃ শাস্ত্রে স্বীকারে যৎ ফলং জগুঃ।
তত্রৈব লভ্যতে ক্বাপি ততস্তৎ কল্পিতং ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-দর্পণে নাস্তিকনিরাসো নাম প্রথমা প্রভা।

অতএব ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ এবং মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বেদকে সকল বিষয়-সাধনে আশ্রয়রূপে বরণ করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মাদির অর্চ্চিত এই বেদকে কোন নরাধম জড়ব্যক্তি যদি সূর্য্য-প্রতীতির ন্যায় অবজ্ঞাপূর্ব্বক দৃষ্টি করেন, তাহাতে বেদের কি ক্ষতি? ২৬ ॥

ভারতে প্রচলিত কতকগুলি নাস্তিক মতের মধ্যে অর্হৎ প্রভৃতি কতকগুলি মত আছে। তাঁহারা শাস্ত্রকে অন্যান্য সামান্য যুক্তিদ্বারা স্বীকার করিয়াছেন। বেদ-শাস্ত্রকে ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত 'নিত্য-সিদ্ধ-জ্ঞান' বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা যে ফল কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহ

দ্বিতীয়া প্রভা

ইতিহাসাদিরপ্যেবমনাদির্বেদবদ্ভবেৎ।
কর্ত্তৃবর্জ্জিত এবাস্য ব্যাসঃ প্রাকট্যকৃন্মতঃ ॥ ১ ॥
মার্কণ্ডেয়াদি-সংজ্ঞা তু কাঠকাদিবদিষ্যতাম্ ॥ ২ ॥
বেদেঽপি ইতিহাসাদৌ শূদ্রস্যাপ্যধিকারিতা।
নিদেশাদথকারাদেরিব জ্ঞেয়া ক্বচিত্তু সা ॥ ৩ ॥

ইতি ইতিহাসাদি-পৌরুষেয়ত্ববাদ-নিরাসো
নাম দ্বিতীয়া প্রভা।

তাঁহাদের শাস্ত্রে আছে, কিন্তু অন্য শাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই; সুতরাং তাঁহাদের মত কল্পিত ॥ ২৭ ॥

ইতি সিদ্ধান্ত-দর্পণে 'নাস্তিক-নিরাস'-নাম্নী প্রথমা প্রভ

বেদের ন্যায় পুরাণ-ইতিহাসকেও, কর্ত্তৃবর্জ্জিত অনাদি বলিয়া জানিবে। ব্যাসদেব পুরাণ-ইতিহাসকে প্রকট করিয়াছেন, ইহাই পণ্ডিতদিগের মত। পুরাণের মার্কণ্ডেয়াদি নাম কাঠকাদির ন্যায় উচ্চারণহেতুক বলিয়া জানিবে ॥ ১-২ ॥

শাস্ত্রে 'অথ'কারাদির ন্যায় নিদেশ থাকা প্রযুক্ত ইতিহাসাদিতে শূদ্রের অধিকার আছে, এরূপ বেদেও কোন কোন স্থানে পাওয়া যায় ॥ ৩ ॥

এই বাক্যদ্বারা ইতিহাসাদির অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। ইতি ইতিহাসাদির পৌরুষেয়ত্ববাদ-নিরাসরূপা দ্বিতীয়া প্রভা।

তৃতীয়া প্রভা

নন্বৃগাদিঃ পুরাণান্তো বেদো নিত্যোঽস্তু কিন্তুতঃ।
সম্প্রতি প্রচরদ্ভূমৌ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধম্ ॥ ১ ॥
অষ্টাদশাতিরিক্তত্বাদ্বেদরূপং ন সম্ভবেৎ ॥ ২ ॥
অষ্টাদশোত্তরং ব্যাসো ভারতং কৃতবান্ প্রভুঃ।
ভারতোত্তরমেতত্তু চক্রে ভাগবতং মুনিঃ ॥
ইত্যেবমুক্তেরেতস্য নাষ্টাদশসু সম্ভবঃ।
নৈবং লক্ষণসংখ্যাভ্যামিদমেব হি তদ্ভবেৎ ॥ ৩ ॥

বিপক্ষের একটি কথা এই যে, ঋক্ ও সামাদি এবং সমস্ত অষ্টাদশ পুরাণ পর্য্যন্ত বেদ নিত্য হইলেও সম্প্রতি যে 'শ্রীমদ্ভাগবত' নামক গ্রন্থ পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা অষ্টাদশপুরাণের অতিরিক্ত হওয়ায় 'বেদ'রূপ হইতে পারে না ॥ ১-২ ॥

প্রভু বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ প্রকট-করণানন্তর 'ভারত' রচনা করেন এবং 'ভারত' রচনার পর 'ভাগবত' প্রণয়ন করিয়াছিলেন—এরূপ ভাগবতের উক্তি থাকায় 'ভাগবত' অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে থাকিতে পারে না। ভাগবতের লক্ষণ-সংখ্যা বিচার করিলে তাহাই স্থির হয় ॥ ৩ ॥

ব্রহ্ম শ্রীপতিসম্বাদো যোঽংশোঽষ্টাদশমধ্যগঃ।
ব্যাস-নারদসম্বাদস্তত্র যস্মাৎ প্রবেশিতঃ ॥ ৪ ॥
একস্যৈব তদেতস্য শ্রীমদ্ভাগবতস্য তৎ।
অষ্টাদশান্তর্ব্বর্ত্তিত্বং পৌর্ব্বোত্তর্য্যঞ্চ সম্ভবেৎ ॥ ৫ ॥
বিবক্ষা নাস্তি কালস্য স চেদত্র বিবক্ষিতঃ।
মার্কণ্ডেয়াগ্নেয়য়োঃ স্যাদ্বহির্ভাবস্তদানয়োঃ ॥ ৬ ॥

ইত্যষ্টাদশাতিরিক্তত্ববাদ নিরাসো নাম তৃতীয়া প্রভা।

সুতরাং কাল বিচার করিলে ব্রহ্মা ও নারায়ণের সংবাদ অষ্টাদশ-মধ্যে হইতে পারে, কিন্তু ব্যাস-নারদ-সংবাদ তন্মধ্যে অবশ্যই প্রবেশ করান হইয়াছে ॥ ৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত একটী পুরাণ। সেই এক পুরাণের অষ্টাদশান্তর্ব্বর্ত্তিত্বই স্থির হয়। পূর্ব্ব-ভাগবত ও উত্তর-ভাগবত—এরূপ বুঝিলে আর বিবাদের স্থল থাকে না ॥ ৫ ॥

কালের বিচার এস্থলে কর্ত্তব্য নয়; কেন না ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—তিনকেই লক্ষ্য করিয়া অপৌরুষেয় বাক্যের প্রবৃত্তি আছে। যদি সেরূপ বিচার ভাগবত সম্বন্ধে করিতে যাও, তবে সেইরূপ বিচারক্রমে মার্কণ্ডেয় এবং অগ্নিপুরাণেরও অষ্টাদশ হইতে বহির্ভাব হইয়া পড়ে ॥ ৬ ॥

ইতি অষ্টাদশাতিরিক্তত্ববাদ-নিরাসরূপা তৃতীয়া প্রভা।

চতুর্থী প্রভা

প্রণম্য চ শিবাং দেবীং সর্ব্বং ভাগবতং তথা।
পুরাণং সংপ্রবক্ষ্যামি যচ্চোক্তমৃষিভিঃ পুরা॥
ইতি বাক্যাত্তু যে দেবীপুরাণং দ্বেষসঙ্কুলাঃ।
উচুর্ভাগবতং তে হি সম্মৌঢ্যং প্রবিতন্বতে॥ ১॥
মাৎস্যাদৌ যদ্ভাগবতং প্রোক্তং তচ্ছুকভাষিতম্।
ন তদ্দেবীপুরাণং স্যাৎ লক্ষণাদিবিপর্য্যয়াৎ॥ ২॥
তত্র ভাগবতত্বেন সর্ব্বস্যৈব বিশেষণাৎ।
তথেতি ব্যবধানাচ্চ পুরাণং ন বিশিষ্যতে॥ ৩॥

ঋষিগণ পুরাকালে বলিয়াছেন যে, শিবা দেবীকে এবং সকল ভাগবতকে প্রণাম পূর্ব্বক পুরাণ বলিতেছি। এই কথা অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বেষসঙ্কুল কতিপয় ব্যক্তি দেবীপুরাণকে ভাগবত বলিয়াছিলেন। তাঁহারা মূঢ়তাই বিস্তার করিয়াছিলেন॥ ১॥

মৎস্যপুরাণাদিতে যে শুকভাষিত ভাগবতের কথা আছে, তাহা লক্ষণ-বিপর্য্যয় বশতঃ কখনই দেবীপুরাণ সম্বন্ধে হইতে পারে না॥ ২॥

দেবীপুরাণে সকলকেই 'ভাগবত' বলিয়া প্রণাম করায় সকলেরই বিশেষণ 'ভাগবত' হইয়াছে। এরূপ অন্য পুরাণ হইতে পৃথক্ প্রথা বলায় যে ব্যবধান হইল,

যদিদং কালিকাখ্যঞ্চ মূলং ভাগবতং স্মৃতম্।
ইত্যুক্তেঃ কালিকাভিখ্যং যদ্ভাগবতমূচিরে॥
তে তচ্চ প্রমাদাদ্দেষাচ্চেতি প্রাহুর্বিপশ্চিতঃ॥ ৪॥
এতস্যোপপুরাণত্বান্মাৎস্যোক্তত্বং বিমূঢ়তা।
ত্রয়োদশত্বাদ্যসিদ্ধেলৈঁঙ্গাদীনাং সুমূঢ়তা॥ ৫॥

ইতি দেবীপুরাণ-ভাগবতত্ব নিরাসো
নাম চতুর্থী প্রভা॥

তাহাতে দেবীপুরাণকে 'পুরাণ' বলিয়া বিশেষণ দেওয়া যায় না॥ ৩॥

দেবীপুরাণে কালিকাখ্য মূলভাগবত কথিত হইয়াছে—এই উক্তি হইতে কালিকালিখিত যে ভাগবতের উল্লেখ, তাহা যে প্রমাদ ও দ্বেষ বশতঃই হইয়াছে,তাহা পণ্ডিতসকল স্থির করিয়াছেন। এরূপ শাস্ত্র উপপুরাণ-মধ্যে গণিত হয়। সুতরাং 'মৎস্য-পুরাণোক্ত মহাপুরাণ ভাগবতই এই দেবীপুরাণ'—একথা বলা বিমূঢ়তা মাত্র। বিশেষতঃ, লিঙ্গপুরাণাদির ত্রয়োদশতা অসিদ্ধ হয়; সুতরাং এরূপ কথা সুমূঢ়তাই বলিতে হইবে॥ ৪-৫॥

ইতি দেবীপুরাণ-ভাগবতত্ব-নিরাসরূপা চতুর্থী প্রভা।

পঞ্চমী প্রভা

শঙ্কাপঙ্কবিলিপ্তত্বাদপ্রামাণ্যং যদিষ্যতে।
বেদাদৌ চিরশঙ্কাস্তি তস্যাপি চ তদিষ্যতাম্ ॥ ১ ॥
শ্রৌতকর্ম্মপরিত্যাগান্নির্বন্ধেষ্বনুদহৃতম্।
অপ্রমাণমিদং বেদবিরুদ্ধং প্রতিভাবিনঃ ॥ ২ ॥
নৈবং কর্ম্মপরিত্যাগো বেদেনাপ্যধিকারিণাম্।
দর্শ্যতে ভারতেনাপি কিং মূঢ় ! ন হি পশ্যসি ॥ ৩ ॥

কেহ কেহ বলেন যে, শঙ্কাপঙ্ক বিলিপ্ত থাকায় ভাগবত অপ্রামাণ্য। ভাগবতসম্বন্ধে যে সকল তর্ক হয়, তাহাতে ইহার প্রামাণ্য-বিষয়ে শঙ্কা হয়। এরূপ অপ্রামাণ্য-শঙ্কা নিতান্ত মূঢ়তা; কেননা, বেদাদিতে মন্দবুদ্ধিব্যক্তিদিগের চির শঙ্কা আছে। তাহা হইলে বেদসকলও অপ্রামাণ্য হউক ॥১॥

বিষয়নির্ব্বন্ধে উদাহরণ না দিয়া যে শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক শ্রৌতকর্ম্ম-পরিত্যাগের বিধান করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপক্ষগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদ-বিরুদ্ধ অপ্রমাণ-গ্রন্থ বলিয়া উক্তি করেন। তাঁহাদিগকে আমরা বলি,—হে ভ্রাতৃগণ, এরূপ কথা বলিবেন না, বেদে অধিকারীদিগের পক্ষে কর্ম্মপরিত্যাগের অনেক বিধান আছে। মহাভারতেও সেরূপ আছে। হে মূঢ়, তুমি কি তাহা দেখিতে পাও না? ২-৩ ॥

সম্বৎসরপ্রদীপাদিষ্বার্ষবাক্যেষু বিত্তমৈঃ।
বাক্যান্যস্য নিবন্ধেষু লিখিতানি পুরাতনৈঃ ॥
টীকাশ্চাস্য কৃতাঃ সদ্ভিঃ বহ্ব্যো হি বেদবিদ্বরৈঃ।
যস্মান্ন বীক্ষ্যসে তত্ত্বং দিবান্ধঃ পরিকীর্ত্ত্যসে ॥ ৪ ॥
ইতি ভাগবতাপ্রামাণ্যনিরাসো নাম পঞ্চমী প্রভা।

ষষ্ঠী প্রভা

মাৎস্যাদৌ লক্ষণাদীনি বিলোক্যামিতবুদ্ধিকঃ।
বোপদেবশ্চকারৈতদ্ব্যাসনাম্না দ্বিজর্ষভঃ॥

প্রাচীন পণ্ডিতগণ আর্ষবাক্যপূর্ণ 'সম্বৎসর-প্রদীপা'দি গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের বচনসকল প্রবন্ধমধ্যে উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক টীকা করিয়াছেন। তথাপি তুমি যে তত্ত্ব দেখিতে পাও না, সে কেবল দিবান্ধ পেচকের ন্যায় বলিয়া তোমার কীর্ত্তন হইতে থাকে॥ ৪ ॥

ইতি ভাগবতের অপ্রামাণ্য-নিরাসরূপা পঞ্চমী প্রভা।

এতচ্চ দৃঢ়বন্ধত্বাৎ পদলালিত্যতস্তথা।
যেঽনুমন্যন্তে তে মূঢ়াঃ নিশ্চিতা বামমার্গিনঃ ॥ ১ ॥
সুমহান্ দৃঢ়বন্ধস্তু ছান্দোগ্যাদিষু দৃশ্যতে।
বৈষ্ণবে পদলালিত্যং দৃঢ়বন্ধশ্চ বৰ্ত্ততে ॥
অস্তি সুন্দরকাণ্ডেঽপি পদলালিত্য-ফালিতা।
কথমেষাং নবীনত্বং দুর্ব্বুদ্ধে! ন হি ভাষসে ॥২॥
বোপদেবকৃতত্বেঽত্র বোপদেবাৎ পুরাভবৈঃ।
কথং টীকাঃ কৃতাঃ স্যুর্হনুমচ্চিৎসুখাদিভিঃ ॥৩॥

যাহারা বলে যে, মৎস্যপুরাণাদির লিখিত লক্ষণ বিচার পূর্ব্বক অমিতবুদ্ধি দ্বিজর্ষি বোপদেব ব্যাসের নাম করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং দৃঢ়পদবন্ধ ও পদলালিত্য দেখিয়া এই গ্রন্থকে 'আধুনিক' বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহারা নিশ্চয়ই মূঢ় ও বামমার্গী ॥ ১ ॥

ছান্দোগ্যাদি বেদে মহা-মহা-দৃঢ়পদবন্ধ দেখা যায়, বিষ্ণুপুরাণে পদলালিত্য ও দৃঢ়পদবন্ধসকল আছে এবং সুন্দরকাণ্ডে পদলালিত্য ফলন রহিয়াছে ; সে স্থলে হে দুর্ব্বুদ্ধে, এই সকল গ্রন্থকে নবীন বল না কেন ? ২ ॥

যদি ভাগবতকে বোপদেবকৃত বল, তাহা হইলে বোপদেবের পূর্ব্বতন হনুমান ও চিৎসুখাদি কিরূপে ইঁহার টীকা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পার কি ? ৩ ॥

যান্‌্যাশঙ্কার্প্যতে পাপৈঃ সাপ্যেতেনৈব নশ্যতি ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতানার্ষত্ববাদ-নিরাসো নাম ষষ্ঠী প্রভা।

সপ্তমী প্রভা

নন্বস্ত্বেতদ্‌ভাগবতং বেদরূপং ত্বয়োদিতম্।
কিন্ত্বধ্যায়ত্রয়ং তস্মিন্নঘাসুরবধাদিকম্ ॥
ব্রহ্মণো মোহকথনাদ্বিবর্ত্তস্য চ বর্ণনাৎ।
সংগতেঃ পরিদৃষ্টত্বাদ্বালপৌগণ্ডলীলয়োঃ ॥
সূচনেনানুমিতঞ্চ প্রক্ষিপ্তং কেনচিদ্ধ্রুবম্ ॥ ১ ॥

পাপিষ্ঠ লোক যে সকল অন্য শঙ্কা করিয়া থাকেন, সে সমস্তই এই বিচারে বিনষ্ট হইল ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অনার্ষত্ব-বাদ-নিরাস-নাম্নী ষষ্ঠী প্রভা।

পঞ্চশিখি-গুণবাদী অগ্রসর হইয়া বলিয়া থাকেন যে, ভাল, তোমার ভাগবতকে বেদরূপ বলিয়া মানিলাম, কিন্তু অঘাসুর-বধাদি ১০ম স্কন্ধের ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ—এই তিনটী অধ্যায়ে—যাহাতে ব্রহ্মার মোহ-বিবর্ত্ত-বর্ণন, বাল্য ও পৌগণ্ড-লীলার সঙ্গতি দেখা যায়, সেই তিনটী অধ্যায় কাহারও দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—এরূপ অনুমান হয় ॥ ১ ॥

মৈবং বাদীর্মহাবুদ্ধে ! ব্রহ্মমোহস্তৃতীয়কে ।
একাদশে বিবর্ত্তোক্তির্বৈরাগ্যপ্রতিপাদিকা ॥ ২ ॥
যৎ সমাপ্যাপি কৌমারীং লীলাং তাং স্মৃতিগাং মুনিঃ ।
অপূর্ব্বাং প্রার্থিতাং প্রাখ্যাত্তেন কিঞ্চিন্ন দূষণম্ ॥ ৩ ॥
গোপীগীতাদিষু স্পষ্টং তত্তৎ সংহৃতিরীক্ষ্যতে ।
আচারাদিকথানাঞ্চ তথাত্বে ক্ষিপ্ততা ভবেৎ ।
তস্মাদত্র স্যুরধ্যায়াঃ পঞ্চত্রিংশচ্ছতত্রয়ম্ ॥ ৪ ॥
ইতি পঞ্চশিখিগুণবাদ-নিরাসো নাম সপ্তমী প্রভা ।

হে মহাবুদ্ধে (শ্লেষে) ! এরূপ কথা মুখেও আনিও না । কেন না, তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মার মোহের উল্লেখ আছে এবং একাদশে বৈরাগ্য-প্রতিপাদক বিবর্ত্তোক্তিও আছে । সুতরাং সে সমুদায় যখন ভাগবতের স্বীকৃত, তখন ঐ অধ্যায়গুলিকে ভাগবতের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলে কি দোষ হয় ? ২ ॥

আর দেখ,—কৌমারলীলা সমাপ্ত করিয়া ঐ অঘাদি-বধ-লীলা শুকমুনির মনে পড়ায় প্রার্থিত হইয়া সেই অপূর্ব্ব কথা বলাতে কিছুই দোষ দেখিতে পাই না ॥ ৩ ॥

আবার দেখ, ঐ সকল কথা শ্রীগোপীগীতার বিষয় —ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্ট সমাহৃত হইয়াছে দেখা যায় । আচারাদি বর্ণেও সেইরূপ ক্ষিপ্ততা উদ্ভাবিত হইতে পারে ।

করীন্দ্রে ভ্রাজমানেঽপি স্তূয়মানে সুপুরুষৈঃ।
বুক্কন্তি সারমেয়াশ্চেৎ কা ক্ষতিস্তস্য জায়তে ॥ ১ ॥
বেদে ভাগবতে চাস্তি সন্দেহো নহি কশ্চন।
তথাপি তদ্রুচীনাং স্যাৎ সুরক্ষায়ৈ মম শ্রমঃ ॥ ২ ॥

আরও দেখ, যদি সেই তিনটী অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইত, তাহা হইলে ভাগবত তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায়যুক্ত হইয়া পড়িত; কিন্তু শ্রীধরস্বামিজী তিনশত বত্রিশ অধ্যায়যুক্ত বলিয়া ভাগবতকে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চশিখিগুণবাদ-নিরাস অর্থাৎ বিজয়ধ্বজীয়
গুণবাদনিরাসরূপ সপ্তমী প্রভা।

করীন্দ্র দীপ্তিশালী হইয়া উপস্থিত হইলে সজ্জনগণ তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, আর কুক্কুরসকল তাহার প্রতি তুষ্ট না হইয়া কদর্য্য রব করিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে হস্তীর কি ক্ষতি হইতে পারে? ১ ॥

বেদ ও ভাগবতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। যাঁহারা সেই গ্রন্থগুলিতে প্রাপ্তরুচি, তাঁহাদের রুচি-সুরক্ষার জন্যই আমার পরিশ্রম ॥ ২ ॥

নিবদ্ধো যুক্তিভিঃ প্রাচাং শ্রীনাথপ্রেরণোদ্ভবঃ।
শ্রীনাথসেবিনাং ভূয়াৎ প্রীত্যৈ সিদ্ধান্তদর্পণঃ ॥ ৩॥
সদ্‌যুক্তিভূষণব্রাতে বিদ্যাভূষণনির্ম্মিতে।
সিদ্ধান্তদর্পণে বাঞ্ছা সতামস্তু সুদর্পণে ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীসিদ্ধান্তদর্পণং সমাপ্তম্ ॥

নারায়ণ-প্রেরিত প্রাচীন লোকের যুক্তি দ্বারা নিবদ্ধ হইয়া এই 'সিদ্ধান্ত-দর্পণ' ভগবদ্ভক্তগণের প্রীতি বর্দ্ধন করুন ॥ ৩ ॥

সাধুদিগের যুক্তিই ভূষণ, তাহা যাহাতে যথেষ্ট আছে, এরূপ বলদেব বিদ্যাভূষণনির্ম্মিত সিদ্ধান্তদর্পণরূপ সুদর্পণে সাধুগণের বাঞ্ছা উদয় হউক ॥ ৪ ॥

সিদ্ধান্ত-দর্পণে ভক্তিবিনোদের ভাষা।
বিচারিয়া ভক্ত তার পূরাউন্ আশা ॥

ইতি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত সিদ্ধান্ত-দর্পণের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

কলিকাতানগর্য্যাং ২৪৩।২ সংখ্যক অপার সার্কিউলার
রোডস্থিত গৌড়ীয় প্রিন্টিং বৈদ্যুতিক-মুদ্রাযন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারিণা মুদ্রিতম্।